ভোরের কাগজ NOV. 29 2000 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

86

ময়মনসিংহ জেলার সদর, গফরগাঁও এবং গৌরীপুর এই তিনটি উপজেলার ১ লাখ ৩৬ হাজার ১৩ জন নিরক্ষর নারী নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত জাগ্রত ময়মনসিংহ সমিতির উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসব নারী অক্ষরজ্ঞান লাভ করে। ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে এই তিনটি উপজেলার ৬১৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রে নারী শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে দেখা গেছে। বেলা আড়াইটা থেকে পরীক্ষা শুরুর সময় হলেও সকাল থেকেই বিভিন্ন বয়সের নারীরা সেজেগুজে পায়ে হেঁটে কিংবা রিকশায় চড়ে নিজ নিজ কেন্দ্র অভিমুখে রওয়ানা দেয়। কেন্দ্র শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ৬ মাসব্যাপী শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে পুরুষদের তুলনায় নারীর লেখাপড়ায় আগ্রহী ছিল সবচেয়ে বেশি। যে কারণে প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে তাদের উপস্থিতির হার ছিল আশাতীত। গৌরীপুরের ছিলিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা তাসলেমা বেগম (৩৫) জানান, সে গত ৬ মাস যাবৎ নিয়মিত কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে জাগ্রত ময়মনসিংহ সমিতি থেকে দেওয়া দুদফায় চেতনা-১ ও চেতনা-২ নামের দুটি বই পড়তে ও লিখতে শিখেছে। সে জানায়, তার স্বামী চট্টগ্রামে একটি ছোটখাটো চাকরি করে। স্বামী চাকরিতে থাকাবস্থায় যখন তার কাছে পত্র পাঠাতো তখন সে তার কোনো আত্মীয়ার কাছে গিয়ে তাকে দিয়ে তা পড়িয়ে শুনতো এবং পত্রের উত্তর দিতো। এখন তার এই সমস্যা অনেকটাই কেটে গেছে। আগে সে যেখানে কোনো অক্ষরই চিনতো না বা পড়তে পারতো না, সেখানে এখন সে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ করে তার স্বামীর চিঠি পড়তে পাড়ে এবং অল্প কথায় চিঠির উত্তর দিতে পারে। যে কারণে এখন সে গর্বিত। [illegible] উপজেলার চুকাইতলা পূর্বপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসা শাহিদা খাতুন (৪০) জানান, লেখাপড়া না জানায় আগে সে অনেকভাবে ঠকেছে। যে কারণে এ বয়সে এসেও সে পড়ালেখায় মন দিয়েছে। এখন সে লিখতে ও পড়তে পারে। তার ধারণা, এখন তাকে কেউ তেমন ঠকাতে পারবে না। একই উপজেলার বাঘেরকান্দা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আসা শিক্ষার্থী জমিলা খাতুন (৩০) জানান, এতোদিন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, আয়, রোজগারের পথ এসব কিছু সমন্ধেই আমার তেমন ধারণা ছিল না। গত ৬ মাসে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে পড়তে এসে স্যারদের কাছ থেকে এসব জানতে ও বুঝতে পেরেছি। যা আমাদের ভবিষ্যতে অনেক কাজে আসবে। 'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা' কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসকের মর্যাদা অর্জনকারী জাগ্রত ময়মনসিংহ সমিতির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক রফিকুল [illegible] পেয়ে[illegible] ১২টি উ[illegible] আমরা সাত[illegible] জাগ্রত ময়মনসিংহ সমি[illegible]ওতায় দুদফায় প্রায় ৬ লাখ নর-নারীকে অক্ষরজ্ঞান দিতে সক্ষম হয়েছি। তিনি বিশেষ করে নারীদের আগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন, তাদের কেন্দ্রে উপস্থিতি এবং লেখাপড়ার প্রতি যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে তাতে তারা অতীতের মতো এখন আর তেমন একটা নির্যাতিত ও নিগৃহীত হবে না। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার-পরিকল্পনার পাশাপাশি আয় বর্ধক হওয়ার যেসব পন্থা তাদের শেখানো হয়েছে তাতে তারা নিজেরাই স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরীক্ষায় অংশ নেয়া নারীদের একাংশ

জাহাঙ্গীর আলম লিটন
ময়মনসিংহ থেকে